০৪ SEP ১৯৯৮

ভোরের কাগজ

তারিখ ০৪ SEP ১৯৯৮
পৃঃ ৪ কলাম ১

নিরক্ষরমুক্ত মাগুরা

একটি ছোট্ট খবর বেরিয়েছে ভোরের কাগজ-এর 'এই জনপদ'-এর পাতায়। খবরের শিরোনাম 'প্রতি নিরক্ষরের জন্য ১০০ টাকা'। মাগুরা জেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১ আগস্ট। গত ২৭ আগস্ট স্থানীয় প্রেসক্লাবে মাগুরা জেলা মানবাধিকার কমিশন-আয়োজিত 'শিশু শ্রম ও মানবাধিকার' শীর্ষক সেমিনারে জেলা প্রশাসক মাগুরাকে নিরক্ষরমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, 'যদি কেউ এর মধ্যে নিরক্ষর লোক আমার সামনে হাজির করতে পারে, তবে প্রত্যেক নিরক্ষর লোক হাজির করার জন্য তাকে ১০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।'

এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই। বাংলাদেশের একটি জেলাকে যে নিরক্ষরমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে এটাই দেশবাসীর জন্য একটি শুভ সংবাদ। সমগ্র দেশটিকে যেদিন নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে সেদিন হবে সবচেয়ে আনন্দের দিন। সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা আছি। তবে প্রতিটি জেলার প্রশাসন যদি মাগুরার মতো এমন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজে নামে কেবল তাহলেই সম্ভব নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

আমরা জানি এবং প্রতি পদেই উপলব্ধি করছি যে, নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমরা দারিদ্র্য থেকেও মুক্ত হতে পারবো না। দেশকে বাধাহীনভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতেও পারবো না। নিরক্ষরতা কেবল আর্থিকভাবেই মানুষকে দরিদ্র করে না তার মানসিক দীনতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এক পশ্চাৎপদ মানসিকতার জন্ম দেয় এই নিরক্ষরতা। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনকে সচেতন ও জনগণের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

আমরা জানি, সরকার এ ব্যাপারে সচেতন। এবং বাংলাদেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারের ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচিও রয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচি প্রত্যাশিত গতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে না। আমরা চাইবো, এই কর্মসূচিই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাক। সেজন্য শুধু সরকারি উদ্যোগও যথেষ্ট নয়। শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করলেই এই কর্মসূচি প্রত্যাশিত গতি অর্জনে সক্ষম হবে না। প্রয়োজন সরকারের সকল বিভাগকে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া। প্রয়োজন বেসরকারি উদ্যোগসমূহকেও উৎসাহিত করা। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন যাতে নিরক্ষরতাবিরোধী অভিযানে শরিক হতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের উদ্বুদ্ধ করাও সরকারের দিক থেকে একটি বড়ো কাজ।

দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হলে, সন্দেহ নেই, এক বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন আমাদের করতে হবে। এবং তাতে সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে। একমাত্র তেমন পরিস্থিতিতেই আমরা আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারবো। সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা থাকলাম, যেদিন দেশের সরকারের প্রধান ব্যক্তিত্ব মাগুরার জেলা প্রশাসকের মতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলতে পারবেন, দেশে একজন লোকও আর নিরক্ষর নেই।